৪ঠা রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী (সম্ভাব্য ১৮ই আগস্ট, ২০২৬ইং)
বাংলাদেশ জুড়ে ইউসি পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য

ফয়যানে মিলাদ ইজতিমার বয়ান

পবিত্র শরীরের মুজিযাসমূহ

এই বয়ানে আপনারা জানতে পারবেন...

- ★... সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এবং মুস্তফার কল্পনা
- ★... আমাদের আক্বা আপাদমস্তক মুজিযা
- ★... লক্ষ লক্ষ গোলামের দরূদ শুনে নেন
- ★... অন্যান্য মুবারক অঙ্গের মুজিযাসমূহ

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(Islamic Research Center)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দুরুদ শরীফের ফযীলত ৩
বয়ান শোনার নিয়তসমূহ ৪
মুস্তফার দীদারের আকাঙ্ক্ষা ৪
সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এবং মুস্তফার কল্পনা ৮
হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং মুস্তফার আলোচনা ৯
মুস্তফার উৎকর্ষতার আলোচনার কিছু উপকারিতা ১০
মুবারক শরীরের মুজিযা ও উৎকর্ষতাসমূহ ১১
আমাদের আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপাদমস্তক মুজিযা ১১
(১) মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীরের একটি অনন্য মুজিযা .. ১৪
(২) উচ্চতা মুবারকের মুজিযা ১৫
(৩) শ্রবণ শক্তির মুজিযা ১৭
লক্ষ লক্ষ বছর পরের শব্দ শুনে নিলেন ১৮
লক্ষ লক্ষ গোলামের দরূদ শুনে নেন ১৯
(৪) চোখ মুবারকের মুজিযা ২০
অন্যান্য মুবারক অঙ্গের মুজিযাসমূহ ২২
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন ২৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দুরুদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জুমার রাত এবং জুমার দিন (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সূর্যাস্ত থেকে শুক্রবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত) আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো! যে এমনটি করবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষ্য দেব এবং শাফায়াতও করব। **(শুয়াবুল ঈমান, ৩/১১১, হাদীস: ৩০৩৩)**

تمنّا ہے فرمایئے روزِ محشر
شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی
یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے
سوا تیرے کس کو یہ قُدرت ملی ہے

তামান্না হে ফরমাইয়ে রোযে মাহশার
ইয়ে তেরী রেহাই কী চিঠঠি মিলি হে
শাফায়াত করে হাশর মে জো রযা কী
সিওয়া তেরে কিস কো ইয়ে কুদরত মিলি হে

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৮৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়তসমূহ

হাদীসে পাকে রয়েছে: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ৬৫, হাদীস: ১)**

হে আশিকানে রাসূল! ভালো ভালো নিয়তের মাধ্যমে আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। আসুন! বয়ান শোনার পূর্বে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নেই। নিয়ত করুন: ✯ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনব ✯ আদবের সহকারে বসব ✯ গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব ✯ যা শুনব, তা মনে রাখার, নিজে আমল করার এবং অন্যদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাকতাবাতুল মদীনার অত্যন্ত চমৎকার একটি কিতাব হলো: সাহাবায়ে কিরামের ইশকে রাসূল। ✯ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ভালবাসা ও ঈমানদীপ্ত অবস্থা ✯ তাঁদের প্রেমময় আবেগ ✯ মুবারক ধরণ ✯ আনুগত্য ✯ আত্মত্যাগ এবং এই জাতীয় অনেক আকর্ষণীয় ঘটনা এই কিতাবের সৌন্দর্য। আসুন! এরই মধ্য থেকে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ইশকে রাসূলের একটি ঈমানদীপ্ত ঘটনা শুনি:

মুস্তফার দীদারের আকাঙ্ক্ষা

হযরত মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাহাবীয়ে রাসূল ছিলেন। তখনও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনেননি। এর আগে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত মুসআব বিন

উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে নেকীর দাওয়াত প্রচার করার জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি এখানে এসে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিলেন, অনেক মানুষ তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করল।

(তবাক্বাতুল কুবরা, ৩/৮৭)

সেই দিনগুলোর কথা, একদিন হযরত মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মদীনা মুনাওয়ারার একটি স্থানে বসে দ্বীনি দরস দিচ্ছিলেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان বসে শুনছিলেন। সেই শ্রোতাদের মধ্যে হযরত আবু আব্দুর রহমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُও উপস্থিত ছিলেন। দরসের মধ্যে যখনই প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিকিরে পাক আসত, তখন হযরত আবু আব্দুর রহমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চোখে দীদারে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চমক দেখা যেত এবং তাঁর অন্তর দীদারের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠত।

অবশেষে তিনি ব্যাকুল হয়ে বললেন: রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদারের জন্য প্রাণ ছটফট করছে, হায়...!! কবে বছর পার হবে, কবে হজ্বের মৌসুম আসবে এবং কবে আমরা মক্কা মুকাররমায় হাজির হয়ে দীদারে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দ্বারা চক্ষু শীতল করতে পারব। তাঁর এই কথা শুনে হযরত মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মুচকি হাসলেন এবং বললেন: হে আবু আব্দুর রহমান! ধৈর্য (Patience) ধরুন! দিনগুলো কেটে যাবে।

কাছেই হযরত ইবনে মাসলামাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি বলতে লাগলেন: হ্যাঁ! দীদারে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ছাড়া হৃদয়ে শান্তি নেই, এই দিনগুলো কবে শেষ হবে...!!

گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن | بہت اُداس، بہت بے قرار گزرے گی

গুযার তো জায়ে গি তেরে বেগাইর ভি লেকিন
বহুত উদাস, বহুত বে-ক্বারার গুযরে গি

اَللّٰہُ اَکْبَر! সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর মতো মহান আশিকানে রাসূল এবং দীদারের আকাঙ্ক্ষায় এমন ব্যাকুলতা...!! হযরত ইবনে মাসলামাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কিছুক্ষণ চুপ (Silent) থাকলেন, এরপর বললেন: হে মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ! এক কাজ করুন, আপনি প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রূপ-মাধুর্যের আলোচনাই করুন! তাঁর হুলিয়া মুবারক বর্ণনা করুন!

سُبْحٰنَ اللّٰہ! এখন সাহাবায়ে কিরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রেমময় ও ঈমানদীপ্ত ধরণ দেখুন! হযরত মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ যিনি দ্বীনি দরস দিচ্ছিলেন, তিনি দু'যানু (অর্থাৎ নামাযে আত্তাহিয়্যাত পড়ার মতো) হয়ে বসে পড়লেন। মাথা মুবারক নিচু করলেন, চোখ বন্ধ করে নিলেন, যেন নূরওয়ালা আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কল্পনা করে নূরের ঝলককে মনের পর্দায় আনছেন। এরপর মাথা তুললেন এবং বললেন: সকল সুন্দরের চেয়ে সুন্দর আক্বা, ইমামুল আম্বিয়া, মাহবুবে খোদা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গায়ের রং মুবারক সাদা, এতে হালকা লালিমার এক চমৎকার মিশ্রণ রয়েছে। মুবারক চোখগুলো ডাগর ও অত্যন্ত সুন্দর। ভ্রু মুবারক (এতটা কাছাকাছি যে দূর থেকে দেখলে মনে হয়) জোড়া লাগানো, দাঁড়ি মুবারক ঘন, বক্ষ মুবারক প্রশস্ত, ঘাড় মুবারক যেন রূপার সরু পাত্র... যখন তিনি হাঁটেন তখন মনে হয় যেন উঁচু স্থান থেকে

নিচে নামছেন, যখন কারো দিকে ফিরেন তখন পূর্ণাঙ্গভাবে মনোনিবেশ (Attentive) করেন। নূরানী চেহারার উপর ঘাম মুবারকের ফোঁটাগুলো এমন লাগে যেন সাদা মুক্তা, উচ্চতা মুবারক খুব ছোটও নয় আবার খুব লম্বাও নয় (বরং মাঝারি)। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবচেয়ে বেশি দানবীর, সবচেয়ে বেশি সাহসী, সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী, অঙ্গীকার পালনকারী, অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং জীবনযাপনে সর্বোত্তম। আমি তাঁর মতো কাউকে কখনো দেখিনি....!! **(সাহাবা কিরাম কা ইশকে রাসূল, পৃষ্ঠা: ৯৫-৯৭)**

سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب	خوبرویوں میں نہیں تیرا جواب
حُسن ہے بے مثل، صُورت لاجواب	میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب
ہیں دُعائیں سنگِ دُشمن کا عوض	اس قدر نرم، ایسے پتھر کا جواب
مہر و مہ ذرّے ہیں ان کی راہ کے	کون دے نقشِ کفِ پاک کا جواب

সর সে পা তক হার আদা হে লা জওয়াব
খুবরুয়োঁ মে নেহীঁ তেরা জওয়াব
হুসন হে বে-মিসাল, সূরত লা জওয়াব
মে ফিদা তুম আপ হো আপনা জওয়াব
হে দোয়ায়েঁ সংগে দুশমন কা এওয়াজ
ইস কদর নরম, এ্যয়সে পাত্থর কা জওয়াব
মেহর ও মুহ যররে হে উন কী রাহ কে
কৌন দে নকশে কফে পাক কা জওয়াব

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ৮৮-৮৯)

سُبْحٰنَ اللهُ! কেমন অনন্য ইশকে রাসূল...!! দরস চলছে, দ্বীনের কথা শেখা ও শেখানো হচ্ছে, এর মাঝে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মৃতি ব্যাকুল করে

তুলছে। যখন যখন তাঁর মুবারক আলোচনা আসে, সাহাবীয়ে রাসূলের চোখে অশ্রু ঝলমল করে উঠে অতঃপর سُبْحٰنَ الله! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দরসের মাঝেই প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী, মাক্কী- মাদানী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্পনায় হারিয়ে যান...!!

ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں | اَصْلُ الْاُصُول بندگی اس تاجوَر کی ہے

সাবিত হুয়া কেহ জুমলা ফরায়েয ফুরু হে
আসলুল উসুল বন্দেগী ইস তাজওয়ার কী হে

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ২০৫)

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি সকল ইবাদত ও দ্বীনের সকল শিক্ষা ঈমানের শাখা; ঈমান হলো পুরো দ্বীনের মূল। আর ইমামুল আম্বিয়া, মাহবুবে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা, তাঁর আনুগত্য হলো ঈমানেরও প্রাণ। সুতরাং এই ভালবাসা, এই আনুগত্যই সকল মূলনীতির মূল এবং দ্বীনের মৌলিক ভিত্তি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং মুস্তফার কল্পনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে একটি মাদানী ফুল এও শিখতে পারলাম যে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যখন প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বাহ্যিকভাবে দূরে থাকতেন, তখন তাঁর সুন্দর নূরানী চেহারা, তাঁর রূপ-মাধুর্য এবং মুবারক ধরণগুলোর কল্পনা করে হৃদয়ে প্রশান্তি (Relief) লাভ করতেন।

سُبْحٰنَ اللّٰه! এটিও অত্যন্ত চমৎকার একটি ধরণ। আহ! আমরা গোলামদেরও যেন এই তাওফিক নসীব হয়ে যায়, আমরাও যেন নির্জনে চোখ বন্ধ করে বসে যাই; কখনো সবুজ গম্বুজের কল্পনা করি, কখনো সোনালী জালির কল্পনায় হারিয়ে যাই। আর আল্লাহ পাক তাওফিক দিলে প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুলিয়া মুবারক কিতাব থেকে পড়ে মনে গেঁথে নিই। তাঁর মুবারক ধরণগুলো পড়ি, মনে রাখি এবং মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে মাথা নিচু করে রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক ধরণগুলোর কল্পনা করে আপন প্রাণের চেয়ে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মৃতিতে হারিয়ে যাই। বিশ্বাস করুন! কেবল আনন্দ আর আনন্দই নসীব হবে, অন্তরে ঈমান এমন মজবুত হবে যার কোনো তুলনা নেই...!!

دِل میں ہو یاد تری گوشۂ تنہائی ہو | پھر تو خَلوَت میں عجب انجمن آرائی ہو

দিল মে হো ইয়াদ তেরী গোশায়ে তানহায়ি হো
ফির তো খালওয়াত মে আজব আঞ্জুমান আরায়ি হো

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ২০৪)

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এবং মুস্তফার আলোচনা

প্রখ্যাত সাহাবীয়ে রাসূল হলেন হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ। প্রিয় আক্বা, মাহবুবে খোদা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে বেশি হাদীস তিনি-ই বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর একটি অত্যন্ত চমৎকার, ঈমানদীপ্ত ও প্রেমময় অভ্যাস ছিল। যেমনটি তবাক্বাতে ইবনে সাদ এ রয়েছে: হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মুবারক নিয়ম (Routine) ছিল; তিনি যখনই কোনো গ্রাম্য লোককে দেখতেন বা এমন

কারো সাথে সাক্ষাৎ হতো যিনি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখেননি, তখন বলতেন: আমি কি আপনাকে রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী ও উৎকর্ষতা বর্ণনা করে শোনাব না...? এরপর তিনি রাসূলে রহমত, শফিয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পুরো হুলিয়া মুবারক বর্ণনা করে দিতেন। **(তবাক্বাতুল কুবরা, ১/৩১৮)**

ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رُخ کا جلوہ | ہر کان سُن رہا ہے پیارے کلام تیرا

হার আঁখ দেখতি হে তেরী হি রুখ কা জলওয়া
হার কান সুন রাহা হে পেয়ারে কালাম তেরা

(কাবালায়ে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ২৩)

মুস্তফার উৎকর্ষতার আলোচনার কিছু উপকারিতা

سُبْحٰنَ الله! سُبْحٰنَ الله! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর কী চমৎকার শান...!! কাউকে নামায শেখানো, অযুর পদ্ধতি শেখানো, রোযা ও যাকাত ইত্যাদির মাসআলা জানানো; এসবের নিজ নিজ জায়গায় অনেক গুরুত্ব (Importance) রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মানুষকে এই বিষয়গুলোও শেখাতেন কিন্তু প্রথম নাম্বারে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী ও উৎকর্ষতা বর্ণনা করতেন। কারণ মুস্তফার উৎকর্ষতা বর্ণনা করা এবং শোনার মাধ্যমে হৃদয়ে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়; প্রিয় আক্বা, রাসূলে খোদা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে অন্তরের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। আর এই সম্পর্ক যত বেশি দৃঢ় হবে, ঈমান তত বেশি পরিপক্ক হবে। আর ঈমান যত পরিপক্ক হবে, নেক কাজে তত বেশি মন বসবে এবং মানুষ জান্নাতের পথে চলতে শুরু করবে।

مُحَمَّد کی محبّت دِینِ حق کی شرطِ اوّل ہے | اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے

মুহাম্মদ কী মুহাব্বাত দ্বীনে হক কী শরতে আউয়াল হে
ইসি মে হো আগর খামী তো সব কুছ নামুকাম্মাল হে

আল্লামা মুহাম্মদ বিন হুসাইন আজুররী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক আপন মাহবুব নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুনিয়া ও আখিরাতে যে গুণাবলী, উৎকর্ষতা ও ফযিলত দান করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অনবহিত থাকা উম্মতের জন্য অত্যন্ত মন্দ কাজ।

(কিতাবুশ শরীয়া লিল আজরী, ৩/১৩৮৫)

نام تیرا، ذِکر تیرا، تو تِرا پیارا خیال | ناتوانوں بے سہاروں کا سہارا ہو گیا

নাম তেরা, যিকির তেরা, তু তেরা পেয়ারা খেয়াল
নাতওয়ানোঁ বে সহারোঁ কা সহারা হো গেয়া

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুবারক শরীরের মুজিযা ও উৎকর্ষতাসমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ধরণের উপর আমল করতে এবং অন্তরে ইশকে রাসূল বৃদ্ধি করতে প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক শরীরের মুজিযা ও উৎকর্ষতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুনি:

আমাদের আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপাদমস্তক মুজিযা

পারা: ০৬, সূরা নিসা, ১৭৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

(পারা ৬, সূরা নিসা, আয়াত ১৭৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে মানবকুল, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ এর নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে।

মুফাসসিরীনে কিরাম এই আয়াতে করীমার তাফসীর করতে গিয়ে বলেন: অত্যন্ত মজবুত ও শক্তিশালী দলিলকে 'বুরহান' বলা হয়। এই আয়াতে করীমায় বুরহান দ্বারা আমাদের আক্বা ও মওলা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দাবি হলো যে, কায়েনাতের একজন সৃষ্টিকর্তা ও একজন মালিক রয়েছেন এবং তিনি একজনই সত্য খোদা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। হে লোকেরা! রাসূলে রহমত, শফিয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দাবীর উপর অত্যন্ত অকাট্য ও মজবুত দলিল হয়ে তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন।

(তাফসীরে নঈমী, পারা ৬, সূরা নিসা, ১৭৪নং আয়াতের পাদটীকা ৬/১৪৪)

رَبِّ اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود | حق تعالیٰ کی منّت پہ لاکھوں سلام

রাব্বে আলা কী নেয়ামত পে আ'লা দরূদ
হক তাআলা কী মান্নাত পে লাখোঁ সালাম

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ২৯৮)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ পাকের সবচেয়ে মহান ও মহৎ নেয়ামত (আমরা গরীবদের আক্বা ও মওলা, আমাদের শাফায়াতকারী, আমাদের ক্ষমা করিয়ে নেওয়া আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি শ্রেষ্ঠ দরূদ এবং আল্লাহ পাকের এই মহান অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ লক্ষ সালাম হোক।

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: ✯ আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর

মুজিযাসমূহ আল্লাহ পাকের সত্তা ও গুণাবলীর দলিল হয়ে থাকে ✯ পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে আল্লাহ পাক বিভিন্ন মুজিযা দান করেছিলেন ✯ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর হাত মুবারক মুজিযা ছিল ✯ হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর কণ্ঠ মুবারক মুজিযা ছিল ✯ হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর সৌন্দর্য মুবারক মুজিযা ছিল। একইভাবে আগেকার আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর মধ্যে কাউকে ১টি মুজিযা দেওয়া হয়েছিল, কাউকে ২টি। এই সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এরপর আল্লাহ পাক সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আপাদমস্তক মুজিযা বানিয়ে প্রেরণ করেছেন **(তাফসীরে নঈমী, পারা ৬, সূরা নিসা, ১৭৪নং আয়াতের পাদটীকা, ৬/১৪৭)** এবং ইরশাদ করেছেন: হে লোকেরা! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অত্যন্ত অকাট্য ও মজবুত দলিল এসে গেছে।

دیئے معجزے انبیا کو خُدا نے	معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی
سرکار کی آمد! مرحبا!	سردار کی آمد! مرحبا!
اچھے کی آمد! مرحبا!	سچّے کی آمد! مرحبا!
مختار کی آمد! مرحبا!	غمخوار کی آمد! مرحبا!
بشیر کی آمد! مرحبا!	نذیر کی آمد! مرحبا!
منیر کی آمد! مرحبا!	بَصیر کی آمد! مرحبا!
حُضُور کی آمد! مرحبا!	پُرنور کی آمد! مرحبا!

মুজিযা বন কে আয়া হামারা নবী — দিয়ে মুজিযে আম্বিয়া কো খোদা নে

সরদার কী আমদ! মারহাবা! — সরকার কী আমদ! মারহাবা!

সাচ্চে কী আমদ! মারহাবা! — আচ্ছে কী আমদ! মারহাবা!

মুখতার কী আমদ! মারহাবা! গমখোয়ার কী আমদ! মারহাবা!
বশীর কী আমদ! মারহাবা! নযীর কী আমদ! মারহাবা!
মুনীর কী আমদ! মারহাবা! বসীর কী আমদ! মারহাবা!
হুযুর কী আমদ! মারহাবা! পুরনূর কী আমদ! মারহাবা!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৫১৯)

(১) মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীরের একটি অনন্য মুজিযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীর ছায়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। যেমনটি সুলতানুল মুফাসসিরীন, মহান সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন:

لَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ظِلٌّ

অর্থাৎ আপাদমস্তক মুজিযা নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দেহের কোনো ছায়া ছিল না। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখনই কোনো প্রদীপের সামনে তাশরীফ আনতেন তখন তাঁর নূর মুবারক প্রদীপের আলোর উপর প্রবল হয়ে যেত এবং যখন সূর্যের সামনে আসতেন তখন নূরে মুস্তফার সামনে সূর্যের আলো ম্লান হয়ে যেত।

(সুবুলিল হুদা ওয়ার রুশাদ, ২/৪০)

হাফিযুল হাদীস, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের আক্বা ও মওলা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর ছায়া জমিনে পড়ত না কারণ তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছিলেন নূরে মুজাসসাম। **(খাসায়িসুল কুবরা, ১/১১৬)**

صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا

تُو ہے سایہ نور کا، ہر عُضْو ٹکڑا نور کا
سایہ کا سایہ نہ ہوتا، ہے نہ سایہ نور کا

تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا
تُو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا

جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا
نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا

میں گدا تُو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا
نور دن دُونا تِرا دے ڈال صدقہ نور کا

সুবহো তায়্যিবা মে হুয়ি বাটতা হে বড়া নূর কা
সদকা লেনে নূর কা আয়া হে তারা নূর কা
তু হে সায়া নূর কা, হার উযও টুকড়া নূর কা
সায়ে কা সায়া না হোতা, হে না সায়া নূর কা
তেরী নসলে পাক মেঁ হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা
তু হে এ্যয়নে নূর তেরা সব ঘরানা নূর কা
জো গাদা দেখো লিয়ে জাতা হে তোড়া নূর কা
নূর কী সরকার হে কিয়া ইস মে তোড়া নূর কা
মে গাদা তু বাদশাহ ভর দে পেয়ালা নূর কা
নূর দিন দুনা তেরা দে ডাল সদকা নূর কা

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ২৪৪-২৪৬)

(২) উচ্চতা মুবারকের মুজিযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের উচ্চতা তার দেহের গঠন অনুযায়ী হলে ভালো লাগে। যেমন কারো শরীর খুব রোগা কিন্তু উচ্চতা অনেক বেশি; দেখতে অদ্ভূত লাগে। আবার শরীর খুব মোটা কিন্তু উচ্চতা খুব কম, তাও অদ্ভূত লাগে। মোটকথা মানুষের উচ্চতা তার সৌন্দর্যের উপর প্রভাব ফেলে। সৌন্দর্যের দাবী হলো শরীর বেশি শুকনো হবে না, আবার খুব মোটা হবে না; উচ্চতা খুব বেশি লম্বাও হবে না, আবার খুব খাটোও হবে না বরং মাঝারি হবে।

আমাদের আক্বা ও মওলা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল সুন্দরের চেয়েও সুন্দর। অতএব রাব্বে কায়নাত তাঁর পবিত্র শরীর অত্যন্ত সুঠাম বানিয়েছেন এবং উচ্চতা মুবারকও খুব বেশি লম্বা রাখেননি, আবার ছোটও করেননি। বরং মাহবুবে খোদা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উচ্চতা মুবারক অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও মাঝারি ছিল।

যেমনটি মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা তায়্যিবা তাহেরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন: নূরওয়ালা আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখনই দীর্ঘদেহী মানুষদের মাঝখান দিয়ে হাঁটতেন তখন তাঁর উচ্চতা তাঁদের চেয়ে বেশিই দেখা যেত কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, যখনই তাদের থেকে আলাদা হতেন তখন তাঁর উচ্চতা মুবারক মাঝারি দেখা যেত। **(খাসায়িসুল কুবরা, ১/১১৬)**

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উচ্চতা মুবারক মাঝারি ছিল কিন্তু যখন তিনি মানুষের মধ্যে তাশরীফ রাখতেন তখন সবার চেয়ে উঁচু দেখা যেতো। **(শরহে যুরক্বানী, ৫/৪৮৫)**

تِرا قَد تو نادرِ دَہر ہے کوئی مِثْل ہو تو مِثال دے
نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سَروِ چَماں نہیں

তেরা কদ তো নাদিরে দাহর হে কোয়ি মিসল হো তো মিসাল দে
নেহীঁ গুল কে পৌদোঁ মে ডালিয়াঁ কে চমন মে সরওয়ে চামাঁ নেহীঁ

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১০৯)

ব্যাখ্যা: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উচ্চতা মুবারক পুরো যামানায় এক অপূর্ব উপহার, এর কোনো উপমা থাকলে তবেই তো উদাহরণ দেওয়া যেত! বাগানের গোলাপ গাছের সোজা ডাল হোক বা সাইপ্রাস গাছের বিশাল দেহ; কোনোটিই আপনার রাজকীয় ধরণে চলা সুন্দর উচ্চতার উপমা হতে পারে না।

(৩) শ্রবণ শক্তির মুজিযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ✯ আমাদের আক্বা ও মওলা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কান মুবারক অত্যন্ত সুন্দর ও নিখুঁত ছিল ✯ তাঁর কান মুবারক অত্যন্ত সাদা ও উজ্জ্বল ছিল ✯ এবং মুবারক বাবরি চুল ঘন কালো ছিল ✯ অতএব যখন মুবারক বাবরি চুল কান মুবারককে আপন কুন্ডলীর বেষ্টনীতে নিত তখন অত্যন্ত সুন্দর এক দৃশ্যের অবতারণা হতো। মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এই সুন্দর দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক বাবরি চুলের ফাঁকে সাদা কান মুবারক এমন লাগত, যেন রাতের আঁধারে দুটি তারা জ্বলছে।

(দালায়িলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী, ১/৩০০)

ہے کلامِ اِلٰہی میں شمس و ضُحٰے، ترے چہرۂ نُور فزا کی قسم
قسمِ شبِ تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زُلفِ دوتا کی قسم

হে কালামে ইলাহি মেঁ শামস ও দোহা, তেরে চেহরায়ে নূর ফাযা কী কসম
কসমে শবে তার মে রায ইয়ে থা কেহ হাবীব কী জুলফে দোতা কী কসম

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৮০)

ব্যাখ্যা: হে আমার প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে وَالضُّحٰى বলে আপনার মুবারক চেহারার শপথ করেছেন এবং وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى বলে আপনার মুবারক বাবরি চুলের শপথ করেছেন।

লক্ষ লক্ষ বছর পরের শব্দ শুনে নিলেন

বুখারী শরীফের রেওয়ায়ত: একদিন প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফজরের সময় তাঁর মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর যে নেক আমলগুলো তুমি করো, তার মধ্যে বিশেষ কোন আমলটি তুমি করো? নিশ্চয়ই আমি জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি। হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তেমন কোনো বিশেষ আমল তো নেই, তবে দিনে বা রাতে যখনই অযু ভঙ্গ হয়ে যায় তখন আমি তৎক্ষণাৎ অযু করে (যদি মাকরূহ সময় না হয়) তাহিয়্যাতুল অযুর নফল নামায পড়ে নিই। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ৩৩২, হাদীস: ১১৪৯)**

سُبْحٰنَ اللهِ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে পাক থেকে এক তো তাহিয়্যাতুল অযুর ফযিলত জানা গেল যে, হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিয়মিতভাবে এই নফল নামায আদায় করতেন; এর বরকতে আল্লাহ পাক তাঁকে এমন মর্যাদা দান করেছেন যে, তিনি কিয়ামতের দিন খাদেমের শানে প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগে আগে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

দ্বিতীয়ত এই হাদীসে পাক থেকে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রবণ শক্তির শান অনুমান করুন! প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: মনে রাখবেন! মেরাজের রাতে হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হুযুরের সাথে জান্নাতে যাননি, তাঁর মেরাজও হয়নি। বরং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই রাতে সেই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন যা কিয়ামতের পর ঘটবে; যে সমস্ত মাখলুকের আগে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খাদেম হিসেবে সামনে থাকবেন। এ থেকে জানা গেল; হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চোখ ও কানকে এই শান দেওয়া হয়েছে যে, তিনি লক্ষ লক্ষ বছর পর ঘটবে এমন ঘটনা দেখে নেন এবং তার আওয়াজও শুনে নেন। এই ঘটনা মেরাজের রাত থেকে কয়েক লক্ষ বছর পর সংঘটিত হবে, কিন্তু কুরবান হয়ে যাই সেই কানের উপর যে, সেই সময়ের ঘটনার আওয়াজ আজ (অর্থাৎ মেরাজের রাতেই) শুনে নিচ্ছেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩০২)**

اے کرم کی کان، اے گوشِ حُضُور | سُن لے فریادِ غریباں اَلْغِیَاث

এ্যয় করম কী কান, এ্যয় গৌশে হুযুর
সুন লে ফরিয়াদে গরিবাঁ আল গিয়াস

(যওকে নাত, পৃষ্ঠা: ১০৬)

ব্যাখ্যা: হে দয়ার আধার, হে হুযুর জানে আলম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কান মুবারক! আমাদের মতো মিসকীনদের ফরিয়াদ শুনে নিন, আমাদের সাহায্য করুন।

লক্ষ লক্ষ গোলামের দরূদ শুনে নেন

হে আশিকানে রাসূল! এখন এখানে চিন্তা করুন; প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যিনি হাজার হাজার কিলোমিটার

দূরের আওয়াজ শুনে নেন, লক্ষ লক্ষ বছর পরের ঘটনা শুনে নেন, এমনকি যেখানে আওয়াজ বা শব্দ নেই তাও শুনে ও বুঝে নেন; তবে তিনি কি আপন গোলামদের দরূদ শুনবেন না? নিশ্চয়ই প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবুজ গম্বুজের ভেতরে তাশরীফ রেখে সারা বিশ্বের গোলামদের দরূদে পাক শুনছেন এবং চাইলে তিনি অনুগ্রহও করেন, আপন জলওয়াও দেখান।

হাদীসে পাকে রয়েছে, আমাদের প্রিয় আক্বা, রাসূলে খোদা, আহমদে মুজতাবা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার যে উম্মত আমার উপর দরূদ পাঠ করে, সে যেখানেই থাকুক তার আওয়াজ আমার নিকট পৌঁছে। **(জালাউল আফহাম, পৃষ্ঠা: ৫৭)**

اِتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دِل سے | واللہ! وہ سُن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے

ওয়াল্লাহ! ওহ সুন লেঁ গে, ফরিয়াদ কো পৌঁছেঙ্গে
ইতনা ভি তো হো কোয়ি জো আহ করে দিল সে

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৪৩)

ব্যাখ্যা: কেবল কেউ মন থেকে ফরিয়াদ তো করুক, আল্লাহ পাকের শপথ! প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফরিয়াদ শুনবেনও এবং সাহায্যও করবেন।

(৪) চোখ মুবারকের মুজিযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ✯ প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের যোহরের নামায পড়ালেন।

জামাআতের শেষ কাতারে একজন লোক ছিল, সে নামাযের মাঝে কিছু ভুল করল। যখন নামায শেষ হলো এবং রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালাম ফেরালেন, তখন সেই শেষ কাতারের লোকটিকে ডেকে ইরশাদ করলেন: হে অমুক! তুমি কি আল্লাহ পাককে ভয় করো না? তুমি কি দেখছো না যে, তুমি কীভাবে নামায পড়ছো?

অতঃপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমরা কি মনে করো যে, তোমাদের কোনো আমল আমার থেকে গোপন থাকে? আল্লাহ পাকের শপথ! আমি পেছনেও তেমনই দেখি যেমন আমার সামনে দেখি।

(মুসনাদে আহমদ, ৪/৬৬২, হাদীস: ১০০৪৯)

سُبْحٰنَ الله! কেমন উৎকর্ষময় দৃষ্টি! হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীসে পাক থেকে কয়েকটি মাসয়ালা প্রমাণিত হলো: (১) হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখ শরীফ সামনে, পেছনে, ডানে, বামে, অন্ধকারে ও আলোতে প্রতিটি জিনিস দেখে নিতে পারে। (২) হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখ মুবারকের জন্য কোনো আড়াল বা হিজাব নেই। ✯ দেখুন! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমামতির মুসল্লায় আছেন আর সেই ব্যক্তি শেষ কাতারে; মাঝে অনেকগুলো কাতার রয়েছে, কিন্তু হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দৃষ্টি তার প্রতিটি নড়াচড়া প্রত্যক্ষ করছে। আর তা হবেই না কেন? ✯ যখন হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام ৩ মাইল দূর থেকে পিঁপড়া দেখে নিতেন এবং তার শব্দ শুনে নিতেন; ✯ আসিফ বিন বারখিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সিরিয়ায় বসে ইয়ামেনের রাণী বিলকীসের সিংহাসন দেখে নিতেন; ✯ ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ঘরের ভেতর খাওয়া খাবার ও জমিয়ে রাখা শস্য দেখে নিতেন; তবে প্রিয় আক্বা, মাক্কী

মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো সায়্যিদুল আম্বিয়া (তাঁর চোখ মুবারক কেন দূর-নিকট, গোপন ও প্রকাশ্য দেখবে না?)। (৩) মুফতী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: (এই হাদীস থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া গেল যে,) প্রত্যেক উম্মতের উচিত নামাযের সময় এটি খেয়াল রাখা যে, আমাকে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দেখছেন। দেখুন! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি তোমাদের পেছনেও দেখি। সুতরাং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রত্যেক উম্মতকে প্রত্যক্ষ করছেন।

(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩০-৩১)

অন্যান্য মুবারক অঙ্গের মুজিযাসমূহ

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের আক্বা ও মওলা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপাদমস্তক মুজিযা। তাঁর মুবারক চুল এমন অতুলণীয় ও উৎকর্ষময় যে, শত শত বছর পার হয়ে গেছে; ✯ আজও اَلْحَمْدُ لِلّٰه দুনিয়ায় হাজার হাজার আশিকানে রাসূলের নিকট সহীহ সালামত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। ✯ আজও মুবারক চুলের বরকতে শিফা পাওয়া যায়। ✯ মুবারক চুলের বরকতে সমস্যার সমাধান হয়। ✯ প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক হাতের বিষয়টি ধরুন! তো তা সেই মুবারক হাত, যার বরকতে শিফা অর্জিত হয়। ✯ হাত মুবারক যা কিছু স্পর্শ করে তাকে জীবন দান করে। ✯ একবার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (জ্বীনের) প্রভাবে আক্রান্তের উপর হাত মুবারক বুলালেন তো শিফা লাভ করলো। **(মুসনাদে আহমদ, ৯/৬৫১, হাদীস: ২৪৪৬৮)** ✯ হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর এর চোখ বের হয়ে গিয়েছিল, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন পবিত্র হাত দিয়ে চোখের মণি পুনরায় স্বস্থানে রাখলেন তো শিফা নসীব হলো। **(ইমতাউল আসমা, ১১/৩৩০)** ✯ হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পা

ভেঙে গিয়েছিল, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাত মুবারক বুলালেন এবং ভাঙা পা ঠিক হয়ে গেল। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ১০১৫, হাদীস: ৪০৩৯)** ✯ বদরের যুদ্ধের সময় হযরত উক্কাশাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর এর তলোয়ার ভেঙে গিয়েছিল, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন হাতে তাঁকে একটি ডাল দিলেন এবং তা সাদা চকচকে তলোয়ার হয়ে গেল। **(জামেউল উসুল, ১০/৪৪৩)** ✯ একবার হযরত বিশর বিন মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর এর মাথায় হাত বুলালেন তো তাঁর অবস্থা এমন হলো যে, তিনি যে রোগীকে স্পর্শ করতেন সে শিফা লাভ করতো। **(কানযুল উম্মাল, ১৩তম অংশ, ৭/১৩০, হাদীস: ৩৬৮৫৬)** এবং ✯ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শরীরে হাত লাগালেন তো সারা জীবন তাঁর শরীর থেকে তাজা সুবাশ বের হতে লাগল। **(সুবুলিল হুদা ওয়ার রুশাদ, ২/৮৬)** ✯ একইভাবে জিহ্বা মুবারকের বিষয়টি ধরুন! তো سُبْحٰنَ الله! কিরূপ শান...!! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں | اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام

ওহ যবাঁ জিস কো সব কুন কী কুঞ্জি কাহেঁ
ইস কী নাফিয হুকুমত পে লাখোঁ সালাম

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৩০২)

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আমাদের প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জিহ্বা মুবারক তাকদীরে ইলাহীর চাবিকাঠি। যেমনই এই মুবারক জিহ্বা নড়ে উঠে, ঘটনা প্রবাহ তেমনই ঘটতে থাকে। এই জিহ্বা মুবারকের উৎকর্ষতা দেখে বলতে হয় যে, বিশ্বজগতের প্রতিটি কোণায় এর রাজত্ব চলছে এবং এমন রাজত্বের উপর লক্ষ লক্ষ সালাম হোক।

☆ জিহ্বা মুবারক থেকে ব্যস কথা বের হওয়ার দেরি, যা ইরশাদ করতেন, তাই হয়ে যেত। একবার হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! শীত লাগছে। তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: ইয়া আল্লাহ! আলী থেকে শীত ও গরম দূর করে দাও। এই দোয়ার পর মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এর অবস্থা এমন হলো যে, তাঁর আর শীত বা গরম লাগত না। তিনি গ্রীষ্মকালে মোটা কাপড় পরতেন এবং শীতকালে পাতলা কাপড় পরতেন।

(ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা: ৩৩, হাদীস: ১১৭)

অনুরূপভাবে নূরানী চেহারার বিষয়ে বললে তো

دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ! اللہ!	یاد آتا ہے خُدا دیکھ کے صُورت تیری

দেখনে ওয়ালে কাহা করতে হে আল্লাহ! আল্লাহ!
ইয়াদ আতা হে খোদা দেখ কে সূরত তেরী

☆ বরং এ তো আপাদমস্তক মুজিযা নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দেহের মুকাদ্দাস অঙ্গসমূহের মুজিযা। ☆ যদি শুধু তাঁর পবিত্র নামের বিষয়েই বলা হয় তবে নামে সম্মানিত **মুহাম্মদ** এর এমন সব বরকত রয়েছে যে, বাহ! سُبۡحٰنَ اللّٰہ! বনী ইসরাঈলের ১০০ বছরের এক গুনাহগার সম্মানিত নামের সম্মান করল, তা চুম্বন করে চোখে লাগাল; রাব্বে কায়নাতের নিকট এই আচরণটি এত পছন্দ হলো যে, তিনি তার ১০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে মাগফিরাত দান করলেন। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪/৪৫, হাদীস: ৪৬৯৫)** ☆ বর্ণনা অনুযায়ী; যে ঘরে মুহাম্মদ নামওয়ালা থাকে, সেই ঘরে বরকত হয়ে থাকে। **(শরহে যুরক্বানী, ৭/৩০৭)** ☆ একটি হাদীসে পাকে রয়েছে: যে আমার ভালবাসায়, আমার নামের বরকত নেওয়ার জন্য নিজের ছেলের নাম মুহাম্মদ রাখবে, সে এবং তার ছেলে জান্নাতে যাবে।

(কানযুল উম্মাল, ১৬তম অংশ, ৮/১৭৫, হাদীস: ৪৫২১৫)

سُبْحٰنَ اللّٰه! হে আশিকানে রাসূল! এসব রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক শরীরের কিছু মুজিযার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। সত্য তো এটাই যে,

زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے | تیرے اَوصاف کا اِک باب بھی پورا نہ ہوا

জিন্দেগীয়াঁ খতম হুয়ি আওর কলম টুক গেয়ে
তেরে আওসাফ কা এক বাব ভি পুরা না হুয়া

সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর মতো উচ্চ মর্যাদার আলিমে দ্বীন সারা জীবন নাত লিখেছেন, অবশেষে এটাই বললেন:

تیرے توصف عیب تناہی سے ہیں بَری
حیراں ہُوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے

তেরে তো ওয়াসফ এ্যয়বে তানাহী সে হে বারী
হেয়রাঁ হুঁ মেরে শাহ মেঁ কেয়া কেয়া কাহুঁ তুঝে

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৭৫)

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ গুণাবলী শেষ হয়ে যাওয়াও এক ধরণের অপূর্ণতা; ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার গুণাবলী ও উৎকর্ষতা তো এমন যে, “শেষ হয়ে যাওয়া” নামক অপূর্ণতা থেকেও পবিত্র। হে আমার উৎকর্ষময় ও অতুলনীয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি অবাক যে, আপনার কোন কোন শান বর্ণনা করব।

ব্যস আমাদের এটাই আকাঙ্ক্ষা করা উচিত যে, আল্লাহ পাক আমাদের এমন আজিমুশশান, অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়, সুন্দর স্বভাবের অধিকারী আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকৃত গোলাম, আমলকারী ও কৃতজ্ঞ উম্মত হওয়ার তাওফিক দান করেন! হায়! হৃদয়ে যেন ইশকে মুস্তফা

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন প্রদীপ জ্বলে উঠুক, যে দুনিয়া তো বটেই, কবরও যেন সেই প্রদীপে আলোকিত হয়ে যায়।

لحد میں عشقِ رُخِ شہ کا داغ لے کے چلے | اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے

লাহাদ মেঁ ইশকে রুখে শাহ কা দাগ লে কে চলে
অন্ধেরী রাত সুনী থী, চেরাগ লে কে চলে

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৭৫)

ব্যাখ্যা: শুনেছি কবরের রাত অন্ধকার, তাই আমরা অন্তরে ইশকে রাসূল সাজিয়ে নিলাম; এটিই সেই প্রদীপ, যা অন্ধকার কবরকে উজ্জ্বল করে দেবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইশকে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৌলত দান করো। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইশকে মুস্তফা অর্জনের জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, ১২টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করুন, اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার অগণিত কল্যাণ নসীব হবে। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো: সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন।

☆ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ অর্থাৎ ইলম শেখার মাধ্যমেই আসে। **(বুখারী, কিতাবুল ইলম, পৃষ্ঠা: ৯১)** ☆ বর্তমান যুগের

মন্দ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি বড় মন্দ দিক হলো; মানুষ ইলমে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ✯ দ্বীনি কিতাব পড়ার আগ্রহ নেই বললেই চলে। ✯ আগেকার মানুষেরা দ্বীনি কিতাবের প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন ✯ দিন-রাত কিতাব পড়তেন ✯ ফলে তাঁদের নিকট দ্বীনি জ্ঞানও প্রচুর থাকত এবং ✯ জীবনও পবিত্র থাকত।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ✯ আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী ঘরে ঘরে ইলমে দ্বীনের আলো পৌঁছে দিচ্ছে। ✯ দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিশেষত্ব হলো: তিনি নিজেও ইলমে দ্বীনের প্রতি খুবই অনুরাগী এবং আশিকানে রাসূলকেও দ্বীনি কিতাব পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করেন। ✯ তিনি প্রতি সপ্তাহে একটি দ্বীনি পুস্তিকা পড়ার জন্য বলেন। ✯ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা হয়ে থাকে ✯ কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টায় পড়া যায়।

আপনারাও পড়ুন! اِنْ شَآءَ الله অনেক উপকার হবে ✯ দ্বীনি জ্ঞান বাড়বে ✯ ইলমে দ্বীন শেখার সাওয়াব অর্জিত হবে ✯ দ্বীনি কিতাব পড়লে বিবেকও উন্মুক্ত হয় ✯ দৃষ্টি প্রসারিত হয় ✯ প্রজ্ঞা অর্জিত হয় ✯ চিন্তাভাবনা পবিত্র হয় এবং ✯ জীবনে উৎকর্ষতা আসে। ✯ আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুযায়ী কিতাব পড়লে মস্তিষ্কের রোগ থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়।

প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক পুস্তিকা পড়ার নিয়ত করে নিন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠকারীদের বিভিন্ন দোয়াও করে থাকেন। আমরা যদি সাপ্তাহিক

পুস্তিকা পড়ি তবে কে জানে আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা, ওলিয়ে কামিলের মুখ থেকে নিঃসৃত দোয়া আমাদের হকে কবুল হয়ে যাবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি অর্জিত হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد